المُخْتَصَر في العَقِيْدَة المُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْن

মৌলিক আকীদা

ইসলামী আকীদার সর্বসম্মত বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য

রচনা

শাইখ ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদ

মুখবন্ধ

মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, পাকিস্তান

ড. হাসান আশ-শাফিয়ী, মিশর

ড. খাইরুদ্দীন কারামান, তুরস্ক

ড. মাওলুদ আস-সারীরী, মরক্কো

মাকতাবাতুল আসলাফ

বিষয়সূচি

লেখকের কথা ৭

মূল্যায়ন ১১

আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এবং শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান ১৮

ফিরিশতাকুলের প্রতি ঈমান ২১

জিনজাতির ব্যাপারে ঈমান ২২

নবী-রাসূলগণ ﷺ ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ২৩

আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান ২৫

পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান ২৮

পরকালের প্রতি ঈমান ২৯

তাকদীরের ভালো-মন্দে ঈমান ৩৩

দ্বীন ইসলাম ৩৬

মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ৩৭

বইটির কিছু বৈশিষ্ট্য ৪০

বইটির আরবী পাঠ ৪১

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে আকীদার প্রায় সকল বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, যার ব্যাপারে মুসলমানদের 'সাওয়াদে আযম' তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। আশআরী, মাতুরীদী, আহলুল আসার, সুফী—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সকল ধারার নিকট বিষয়গুলো সর্ববাদিসম্মত; একান্ত অবিবেচনা-প্রসূত পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া।

বইটি রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি সামনে আনা যে, আকীদার মতভেদপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর তুলনায় সর্বসম্মত ও ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়সমূহ সংখ্যায় অনেক বেশি, গুণগতভাবেও অধিক মৌলিক ও প্রভাবময়। সুতরাং আকীদায় মতানৈক্য ও মতভেদের উপাদানের তুলনায় ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উপাদান অনেক বেশি ও শক্তিশালী।

এ উদ্দেশ্য (এবং আরও কিছু লক্ষ্য, যা সবার নিকট স্পষ্ট—) সামনে রেখে বইয়ের মূল পাঠের ভিত্তি রাখা হয়েছে কুরআন এবং সুন্নাহর 'নুসুসের' (মূল পাঠের) ওপর। শব্দগতভাবেও 'নুসুসের' অনুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে, আর অর্থগতভাবে উম্মতের উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে যে অর্থের ওপর একমত থেকেছেন, তার অনুসরণ করা হয়েছে। যদ্দূর আমাদের জন্য সম্ভব ছিল। এজন্য বইটির মূল পাঠ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহর নুসুস দ্বারাই গঠিত।

আল্লাহ তাআলার হিকমাহ—সাম্প্রতিক সময়ে উম্মাহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, যা উম্মাহর নিদ্রাভঙ্গের উপলক্ষ তৈরি করেছে; শক্তি ও সামর্থ্য লাভের পূর্বশর্তগুলো অর্জনের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য করেছে। বলা বাহুল্য, উম্মাহর শক্তি ও সামর্থ্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত উম্মাহর ঐক্য।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে বর্তমানে উদ্দিষ্ট ঐক্যের প্রত্যাশী ও আগ্রহীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং তাদের আওয়াজ উচ্চকিত হয়েছে।

ঐক্য অর্জনের পথ ও পন্থা যদিও কুরআন-সুন্নাহর 'নুসুস' ও পূর্বসূরি আহলে ইলমের নিকট সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে; তবে সমকালীন পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জসমূহকে সামনে রেখে একে আরও বিন্যস্তরূপে উপস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই পুস্তিকা উম্মাহর জাগরণের লক্ষ্যে গৃহীত জরুরি সংস্কার প্রকল্পের একটি অংশ, যে জাগরণ ইসলামী ঐক্য ছাড়া ফলপ্রসূ হতে পারে না।

আশআরী-মাতুরিদী-আহলুল আসার-সূফী তথা উম্মাহর 'সাওয়াদে আযম'-এর অন্তর্ভুক্ত ধারাগুলোর প্রজ্ঞাবান ও মধ্যপন্থী আহলে ইলম ও একাডেমিক ব্যক্তিবর্গকে আমরা পুস্তিকাটি দিয়েছি, যাতে তাঁরা এটি নিরীক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী দেন। তাঁদের পক্ষ থেকে যেসব মন্তব্য বা পর্যালোচনা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তন্মধ্যে ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা আমলে নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, তাও খুব কমই ছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য আমরা বইয়ের টীকায় উল্লেখ করে দিয়েছি।

পুস্তিকাটি সংশোধন, নিরীক্ষণ ও পরিমার্জনের নানান পর্যায় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধারার আহলে ইলম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ প্রশংসাবাণী লিখেছেন। কয়েকটি আমরা পুস্তিকার শুরুতে সংযুক্ত করে দিয়েছি।

আকীদার অধিকাংশ কিতাব, যা আমাদের পূর্বসূরিগণ রচনা করে গেছেন, তা মন্থন করলে দেখা যায়, এসব রচনায় ইজাতিহাদী বিভিন্ন ধারা বা মানহাজের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়গুলোর প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। একাডেমিক আলোচনায় এটা স্বাভাবিকই ছিল, বিশেষত তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী। কারণ এসব কিতাব রচিত হয়েছে তখন, যখন অধিকাংশ সময়ে উম্মাহর বৃহত্তর অংশ এক খিলাফাতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

কিন্তু বর্তমানে খিলাফাত-ব্যবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় বর্তমানে অথবা নিকটতম ভবিষ্যতে খিলাফাত কায়িমের জন্য যে সকল ভিত্তি ও মাধ্যম প্রয়োজন, তাও চোখে পড়ে না। মুসলমানরা দুর্বল এবং শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শত্রুর অন্তর থেকে উম্মাহর ভীতি ও প্রভাব দূর হয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে আকীদা পাঠের ক্ষেত্রে আকীদার কিতাবগুলোর সঠিক 'সিয়াক' তথা প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিত অনুধাবন না করলে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা স্মরণ না রাখলে উল্টো তা কখনো কখনো গর্হিত বিভেদের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যা মুসলমানদের আরও দুর্বল ও বিভক্ত করে ছাড়তে পারে। আর এটা শরীয়াহর

'মুহকামাত' ও মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী; শরীয়াহর দৃষ্টিতে মারাত্মক ধরনের নিন্দনীয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

> *'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'*[১]

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

> *'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।'*[২]

উম্মাহর নবজাগরণের প্রত্যাশায় পরিচালিত সংস্কার প্রকল্পের আওতায় আমরা উম্মাহর আকীদাগত ও ফিকহী ঐক্য বিনির্মাণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সংশ্লিষ্ট কিছু রচনা প্রকাশ করাও এর অংশ, যা উম্মাহর সামনে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহকে সামনে রেখে রচিত হবে।

এই বইটিও উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়াস, যা উম্মাহর ঐক্যের ইলমী, আমলী এবং আকীদাগত ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে বলে আশা করছি, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

> *'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভেদ করো না।'*[৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ইখলাস, বিশুদ্ধতা ও হিদায়াত দান করুন। নিশ্চয় তিনি

[১] সূরা আনফাল : ৪৬
[২] সূরা আলে ইমরান : ১০৫
[৩] সূরা আলে ইমরান : ১০৩

হিদায়াতের মালিক ও ক্ষমতাবান।

প্রিয় পাঠক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যেখানেই হোন না কেন, আপনার প্রতি অনুরোধ—কোনো পরামর্শ বা সংশোধনী প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বিধা করবেন না; মুমিন অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ; মুমিন মুমিনের সাথে সেভাবেই জড়িত, যেভাবে কোনো স্থাপনার একাংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত থাকে। যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী ও পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন।

শাইখ আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ'র[১] মূল্যায়ন

الْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعْدُ:

আমার সম্মানিত প্রিয় ভাই শাইখ হাইসাম আল-হাদ্দাদ তাঁর বরকতময় রিসালাহ (الْمُخْتَصَرِ فِي الْعَقِيْدَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا)-এর পাণ্ডুলিপিতে নজর বুলানোর সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন। বইটিতে তিনি সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামের মৌলিক প্রায় সকল আকীদা সংকলন করার চেষ্টা করেছেন। রিসালাহটি দেখে আমার মনে হলো, এ যেন একটি পাত্রে সমুদ্রের সংকুলান! পাঠক পুস্তিকাটি পড়ে এক বসায় ইসলামের সর্বসম্মত আকীদাগুলো খুব সহজে জেনে নিতে পারবেন। আকীদা ও কালামের কিতাবসমূহে সংশ্লিষ্ট যেসব জটিল আলোচনা বা বিশ্লেষণ আছে তা ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলা প্রিয় ভাইয়ের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এটাকে দুনিয়াব্যাপী তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং দুআ কবুলকারী।

—মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
সহকারী পরিচালক, জামিয়া দারুল উলুম করাচী
২৭শে শাওয়াল, ১৪৪০ হিজরী

[১] সহকারী প্রধান, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দা। সহকারী পরিচালক, জামিয়া দারুল উলুম করাচী, পাকিস্তান। সাবেক বিচারপতি, শরীয়াহ অ্যাপিলেইট বেঞ্চ, সুপ্রিম কোর্ট অব পাকিস্তান।

শাইখ ড. হাসান আশ-শাফিয়ী হাফিযাহুল্লাহ'র[১] মূল্যায়ন

প্রেরক : হাসান আশ-শাফিয়ী, কায়রো।

প্রাপক : শাইখ ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদ হাফিযাহুল্লাহ।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুনা রাসূলুল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসরণকারীদের ওপর।

বাস্তবেই আকীদায় মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের তুলনায় সর্বসম্মত বিষয় অনেক বেশি, যেমনটি শাইখ হাদ্দাদ বলেছেন। বিষয়টি সুন্দর ও আনন্দদায়ক। আমরা এর জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

তিনি যেমনটি বলেছেন, বাস্তবতাও তাই—আকীদার সর্বসম্মত বিষয়গুলো ইসলামী ঐক্যের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত মহৎ উদ্যোগসমূহের মজবুত ভিত্তি হতে পারে। ইসলামী ঐক্য আজ রুগ্নতা ও ভঙ্গুরতার নানা উপসর্গে আক্রান্ত। উম্মাহর শত্রুরা প্রত্যেক অঞ্চলেই ঐক্যের পথে কিছু বাস্তব আর কিছু কৃত্রিম সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দাওয়াতের ময়দানে কর্মরতদের উচিত এসব সমস্যার মুকাবিলায় ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া, আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং তাওয়াক্কুলের রজ্জু আঁকড়ে ধরা। যারা উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

এই সংক্ষিপ্ত তবে পূর্ণাঙ্গ আকীদার ভাষ্যে একটি চমৎকার আকীদাগত ঐক্য উদ্ভাসিত হয়। বিশেষত আহলুল আসার, মাতুরিদিয়্যাহ-আশাইরা ও সুফিয়্যাহ-এর মাঝে, যা নিকট ভবিষ্যতে 'ইবাযিয়্যাহ'[২] [الإباضية]-

[১] চেয়ারম্যান, মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রো। সদস্য, হাইআতু কিবারিল উলামা, আল-আযহার।

[২] লেখক ড. হাইসাম হাফিযাহুল্লাহ অনুবাদককে জানিয়েছেন, আপাতত ইবাযিয়্যাহ সম্প্রদায়কে

কেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমনটি আলজেরিয়ার আহলে ইলমগণ মনে করে থাকেন।

এই আকীদাগত ঐক্য আমাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের ব্যাপারেও আশান্বিত করে; কাঙ্ক্ষিত ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং বিভেদ ও অনৈক্যের বর্তমান উপসর্গসমূহ, যা ভেতর-বাইরের শত্রুরা ব্যবহার করে এবং উস্কে দেয়, তার প্রতিরোধকল্পে ব্যয়িত যেকোনো প্রচেষ্টার ভালো ফলাফলের আশা আমরা করতে পারি।

পরিশেষে, আপনার প্রতি দুটি অনুরোধ—

১. এই ভাষ্যের পরিশিষ্টে একটি অধ্যায় যোগ করবেন, যাতে মুসলমানদের এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সম্পর্কের শারয়ী মূল্যায়ন আলোচিত হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ সম্পর্কের ভিত্তি যে শান্তি, সদাচরণ ও ইনসাফের ওপর—এই বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত ভুল ধারণাসমূহ দূর করবেন, যেহেতু বিষয়টি বর্তমান সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

২. 'আদ্দুররাতুল কালামিয়্যাহ'(الدُّرَّةُ الْكَلَامِيَّة) পুস্তিকাটির একটি কপি আমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করবেন। এটিও আপনার মূল্যবান পুস্তিকার ধারায় রচিত।

আল্লাহর পথে এগিয়ে চলুন; অবশ্যই আপনি সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ আপনার সাথে আছেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মবিধায়ক।

—ড. হাসান আশ-শাফিয়ী

চেয়ারম্যান, মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো

সদস্য, হাইআতু কিবারিল উলামা

(পত্রটি হস্তগত হওয়ার তারিখ : ০২/১১/১৪৪১ হিজরী
মুতাবিক ২৩/০৬/২০২০ ঈসায়ী)

অন্তর্ভুক্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই।

উল্লেখ্য, ইবাযিয়্যাহ ঐতিহাসিকভাবে খারিজীদের উপদল হিসেবে পরিচিত। তাদের মাঝে কট্টর ও মধ্যপন্থী বিভিন্ন ধারা রয়েছে। বর্তমান ওমান ও আলজেরিয়ার ইবাযীদের উল্লেখযোগ্য অংশ আহলুস সুন্নাহকে সমীহ করলেও তাদের সাথে আহলুস সুন্নাহর আকীদাগত বিরোধ এখনো বিদ্যমান। —অনুবাদক

শাইখ ড. খাইরুদ্দীন ক্বারামান হাফিযাহুল্লাহ'র[১] মূল্যায়ন

জনাব ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদ হাফিযাহুল্লাহ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

প্রথমত এ মহৎ প্রচেষ্টার জন্য আমি আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এটি আমাকে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যা সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল আকীদা ও ঈমান অধ্যায়ে মুসলমানদের সর্বসম্মত বিষয়গুলো উল্লেখ করা।

আকীদার এই পাঠটি আমি পড়ে দেখেছি। দ্বীন ও আকীদার মৌলিক বিষয়গুলো নিয়েই এই রচনা; আশআরী, মাতুরীদী ও আহলুল আসার—তিনটি ধারার ঐকমত্যপূর্ণ ও সর্ববাদিসম্মত একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি রচিত হয়েছে; মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির প্রত্যাশায়।

তবে বইটির 'তাকদীর' অধ্যায়ে আমার একটি পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এ অধ্যায়ের ভাষ্য থেকে একদিকে বুঝে আসে—মানুষের 'ভাগ্য' অনাদিকাল থেকেই লিখিত রয়েছে। অপরদিকে একই ভাষ্য থেকে এও বুঝে আসে যে, মানুষ তার নিজ কর্মের দায়িত্বশীল এবং তার কর্ম তারই উপার্জন বা সক্রিয়তার সাথে সম্পৃক্ত।

বাহ্যত দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী মনে হয়। তাই আমার মতে (আল্লাহই ভালো জানেন) এখানে এমন একটি বাক্য বাড়ানো দরকার, যার মর্মার্থ হবে—'বাহ্যত মানুষের তৎপরতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত কর্মও আল্লাহর কাদীম তথা অনাদি ইলম-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা জানেন এবং তদানুযায়ী তাকদীর লিখেছেন। তিনি আগেই সবকিছু লিখেছেন এবং সেটা পরে জেনেছেন এবং লেখার ফলেই সেগুলো ঘটছে এমন নয়।'

[১] তুরস্কের শীর্ষ আলিম।

অতএব আল্লাহ তাআলা মানুষের কর্ম তাঁর 'ইলম' অনুযায়ী লিখে রেখেছেন, এবং এ লেখাটা হলো তাঁর ইলম-এর ছাপ বা ফল।

এ বিবরণটি অনেক প্রশ্ন ও সংশয় দূর করবে।[১]

আকীদার এই মৌলিক ভাষ্যটি আহলুস সুন্নাহর নিকট ঐকমত্যপূর্ণ। যদিও বর্তমানে মানুষের আকীদার বিশ্লেষণ, হিকমাহ ও গূঢ়তত্ত্ব বোঝার প্রয়োজন আছে। যা আকীদার 'খোলাসা' বা 'ফলাফল' জানার প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম না। আর মুসলমানদের মাঝে ঐক্য-প্রচেষ্টা মহৎ কাজ; তবে তা নির্দিষ্ট ভিত্তি ও নীতিমালার আলোকে হওয়া উচিত।

ইনশাআল্লাহ, এ ভাষ্যটি ঈমান-আকীদা বিষয়ে উম্মাহর ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে, তবে শাখাগত বিষয়ে যেসব মতপার্থক্য রয়েছে, তা আপন স্থানে বহাল থেকেও ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হওয়া উচিত।

প্রার্থনা করি, উম্মাহর ঐক্যের স্বার্থে যাঁরা যে পরিসরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের কবুল করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনার এই রচনার জাযা আপনার আমলনামায় যোগ করে দিন, আপনাকে আরও শক্তিমান করুন এবং আপনার মাধ্যমে উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি করুন।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

—ড. খাইরুদ্দীন ক্বারামান

(চিঠি হস্তগত হওয়ার তারিখ : ৮/২/১৪৪২ হিজরী
মুতাবিক ২৫/৯/২০২০ ঈসায়ী)

[১] শাইখ হাফিযাহুল্লা'র পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সংশ্লিষ্ট ভাষ্যে পরিবর্তন এনেছি। —লেখক

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের ওপর।

এটি মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদার একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। প্রধান মূলনীতি—

আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান ও শেষদিবসের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলাই জগতের রব, প্রতিপালক। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সকল কিছুর মালিক। সকল কিছুর সম্পাদনকারী, নিয়ন্ত্রণকারী। সকল ক্ষেত্রে তিনিই বিধানদাতা, ফায়সালাকারী। সকল কিছু তাঁর অনুগত এবং আজ্ঞাধীন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্বদাতা। তিনি পরম, সুমহান ও সর্বসুন্দর।

তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। এক—অদ্বিতীয়। কারও মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

তিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। কোনো তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। বেনিয়ায—অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ এবং সুমহান গুণাবলি। আসমান এবং যমীনের সর্ববিষয়ে তিনি জ্ঞাত। সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী। যাবতীয় জিনিসকে তিনি নিজ ক্ষমতা দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

আসমান ও যমীনের সকল কিছু তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

যদিও আমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পারি না।

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না; কিন্তু সকল দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তাধীন। কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ বা সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা; সব কথা শোনেন, সব কিছু দেখেন।

অতএব—একমাত্র তিনিই ইবাদাত ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যের হকদার।

একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ সম্মানের হকদার।

একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ ভালোবাসার হকদার।

একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ ভীতির হকদার।

একমাত্র তিনিই চূড়ান্ত হামদ তথা প্রশংসার হকদার।

একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। একমাত্র তাঁর ওপরই 'তাওয়াক্কুল' করা হয়। তিনি ভিন্ন কোনো আশ্রয়স্থল বা পরিত্রাণকারী নেই। বস্তুত সুমহান আল্লাহ ব্যতীত কারও কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

অতএব, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের প্রথম ভিত্তি।

* * * *

আল্লাহ জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একমাত্র তাঁর ইবাদাত করে; অন্য কারও নয়। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের প্রাকৃতিকভাবে তাঁর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করেছেন—তাদের ফিতরাত বা স্বভাব-প্রকৃতির মাঝেই তাঁর প্রভুত্বের সাক্ষ্য নিহিত রেখেছেন। তাদের ফিতরাতের মাঝেই সকল ভালোর প্রতি টান এবং সকল মন্দের প্রতি ঘৃণা নিহিত রেখেছেন।

—কিন্তু তিনি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদের বানিয়েছেন তাদের শত্রু। যারা তাদের কুমন্ত্রণা দান করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ভুলিয়ে দিয়ে ভ্রষ্টতা ও গুমরাহীকে তাদের সামনে আকর্ষণীয় করে তোলে।

—এমনিভাবে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণকারী বস্তুসমূহের আসক্তিকে মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। দুনিয়াকে করা হয়েছে মোহনীয়। এসবই ইহজীবনে তাদের জন্য পরীক্ষা।

—আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-পরবর্তী আরেকটি চিরস্থায়ী জীবন সৃষ্টি করেছেন। সেটি হলো এই পরীক্ষার জগতের ফললাভের জগত।

—যদি তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর ইবাদাত করে এবং তাঁর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে—তবে তারা সফলকাম হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং দুনিয়া-আখিরাতে সৌভাগ্যবান হবে।

—আর যদি তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, শয়তানদের পথ অবলম্বন করে এবং তাদের প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করে—তবে তারা আল্লাহর ক্রোধের উপযুক্ত হবে; দুনিয়া-আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভাগা।

আল্লাহর রাহমাত যে, তিনি নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন—যাঁরা জিন ও মানুষকে তাঁর বার্তা পৌঁছান। দুনিয়ার বাস্তবতা তাদের সামনে উন্মোচন করেন। তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং শরীকবিহীন এককভাবে তাঁর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেন। নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান এবং তাঁদের অনুসরণের দাওয়াত দেন। তাঁদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি আহ্বান করেন। তাদেরকে শয়তান এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সতর্ক করেন। আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেন; সেখানকার সুখের জান্নাত, যা অনুগতদের প্রতিদান, এবং জাহান্নামের শাস্তি, যা অবাধ্যদের প্রতিদান হিসেবে প্রস্তুত আছে—তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করেন।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআনুল কারীম। সকল জিন ও মানবকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন ও কিয়ামাত-দিবস পর্যন্ত তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং যে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; ঈমান আনবে অদৃশ্য বিষয়াদির প্রতি এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার সকল কিছুর প্রতি—সেই হলো মুসলিম ও মুমিন। দুনিয়া ও আখিরাতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

আর যে আল্লাহর প্রতি কুফরী বা অবিশ্বাস করল, অথবা তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, অথবা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে কুফরী করল, অথবা ঈমানের অন্য যেকোনো ভিত্তি বা মৌলিক অংশের ব্যাপারে কুফরী করল—সে হলো কাফির। আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হবেন এবং তার জন্য জীবনকে সংকুচিত করবেন। যদি সে কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আখিরাতে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই তো সুস্পষ্ট

ক্ষতি।

কুফর—অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের অপর নাম। কুফর প্রশান্তি বিলীন করে; ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়; চরিত্র বিনষ্ট করে; বারাকাহ নিশ্চিহ্ন করে। আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ার সফলতাই কেড়ে নেয়। আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই রয়েছে তার অগণিত কুফল—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

> *'যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামাতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।'*[১]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর নবী ﷺ ও তাঁর ওপর নাযিলকৃত সবকিছুর ওপর ঈমান আনে—কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা করে এবং এ অবস্থায় বিনা তাওবায় তার মৃত্যু হয়—তবে তার কর্মফল আল্লাহর ইচ্ছাধীন; তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা তাকে শাস্তি দেবেন, অতঃপর স্থায়ীরূপে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অতএব, কোনো মুসলিম অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে না, যদিও গুনাহের ওপর তার মৃত্যু হয়। এটা আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যেভাবে তিনি পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্টি হোন।

অংশীদার ব্যতীত এক আল্লাহর ইবাদাতই ন্যায় ও রাহমাতভিত্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও পুনর্জাগরণের পথ। এটাই শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। এটাই মানবজাতি এবং গোটা জগতের জন্য সৌভাগ্য ও উন্নতির উৎস।

ফিরিশতাকুলের প্রতি ঈমান

ফিরিশতাগণ নূরের সৃষ্ট মাখলুক। আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ যা তাঁদের আদেশ করেন, তাঁরা তা অমান্য করেন না; যা করতে আদিষ্ট হন তাই তাঁরা করেন। তাঁরা দিবারাত্রি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন; এ ক্ষেত্রে শৈথিল্য করেন না। তাঁরা পানাহার করেন না, বিবাহ করেন না। বিশাল কর্মযজ্ঞের

[১] সূরা ত্বহা : ১২৪